

Fear of small number

বিশ্বায়নের বিশ্বে সংখ্যালঘুদের নিয়ে ক্রোধ ঘিরে এখানে একটি মৌলিক ধাঁধা রয়েছে। ধাঁধাটি হল কেন তুলনামূলকভাবে ছোট সংখ্যা, যা সংখ্যালঘু শব্দটিকে এর সবচেয়ে সহজ অর্থ দেয় এবং সাধারণত রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা বোঝায়, সংখ্যালঘুদের ভয় এবং ক্রোধের বস্তু হতে বাধা দেয় না। কেন দুর্বলদের হত্যা, নির্যাতন বা ঘেঁষে রাখা? ইতিহাসের যেকোনো সময়ে ছোট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতিগত সহিংসতার জন্য এটি একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হতে পারে (হিন্টন ২০০২)। এখানে, আমি বিশ্বায়নের যুগের বিশেষ উল্লেখের সাথে এই ধাঁধাটি জড়িত করতে চাইছি, বিশেষ করে ১৯৮০ এর দশকের শেষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত। দুর্বলদের ভয় তুলনামূলক ঐতিহাসিক প্রশ্নটি কোনও ক্ষেত্রেই সমস্ত মানব ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক আবিষ্কার, মূলত জাতি, জনসংখ্যা, প্রতিনিধিত্ব এবং গণনা সম্পর্কে ধারণার সাথে জড়িত যা কয়েক শতাব্দীরও বেশি পুরানো নয়। এগুলি আজও সর্বজনীন ধারণা, কারণ গণনার কৌশল, শ্রেণীবিভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘুর ধারণার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণ আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সাথে সর্বত্রই সম্পর্কিত।

সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণা সংখ্যালঘুর ধারণার আগে বা স্বাধীন নয়, বিশেষ করে আধুনিক রাজনীতির আলোচনায়। সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের মতোই গণনা এবং রাজনৈতিক মনোনয়নের ফসল। প্রকৃতপক্ষে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের অস্তিত্বের জন্য সংখ্যালঘুদের প্রয়োজন, এমনকি বিপরীতের চেয়েও বেশি।

অতএব, এত জাতিগত জাতীয়তাবাদী পরিবেশে দুর্বলদের কেন ভয় করা হয় তা মোকাবেলা করার প্রথম পদক্ষেপ হল প্রাথমিক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের "আমরা/তারা" প্রশ্নে ফিরে যাওয়া। এই তত্ত্বে, সমষ্টিগত অন্যদের, অথবা তাদের, সৃষ্টি করা একটি প্রয়োজনীয়তা, স্টেরিওটাইপিং এবং পরিচয় বিপরীতের গতিশীলতার মাধ্যমে, আমরা এর গতিশীলতা নির্ধারণ এবং চিহ্নিত করতে সহায়তা করার জন্য। বলির ছাগল তত্ত্বের এই দিকটি, স্টেরিওটাইপ এবং অন্যান্য দিকগুলি সেই প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের ব্র্যান্ড থেকে উদ্ভূত যা কুলি এবং মিডের রচনায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে এটি ফ্রয়েডের গোষ্ঠী গতিবিদ্যা সম্পর্কে বোঝার মূল অংশেও সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয়, যার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র পার্থক্যের নার্সিসিজম সম্পর্কে তার ক্লাসিক প্রবন্ধ (যা আমি অধ্যায়ে পরে আলোচনা করব)।

এই সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে, আমরা তৈরির প্রক্রিয়ার বোঝাপড়া সীমিত, কারণ এটিকে সেই প্রক্রিয়ার একটি যান্ত্রিক উপজাত হিসাবে দেখা হয় যার মাধ্যমে তারা তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়াটির জন্য সহজ বিপরীত্য এবং তীক্ষ্ণ সীমানা প্রয়োজন যা "আমরা" পরিচয়কে সুসংহত করতে সহায়তা করে। এই ঐতিহ্যে আমরা, সমষ্টিগত

আত্মা তৈরিকে সংক্ষিপ্তভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি সমাজতাত্ত্বিকভাবে স্বাভাবিক এবং গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয় না। মূলধারার সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, বিশেষ করে

গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে, যৌথ পরিচয় গঠনে দ্বন্দ্ব (যেমন সিমেলের ঐতিহ্যে) অথবা ধর্মের (যেমন ডুখেইমের ঐতিহ্যে) অথবা বৈরি স্বার্থের (যেমন মার্ক্সের ঐতিহ্যে) ভূমিকা অন্বেষণ করে। কিন্তু যদিও এই ঐতিহ্যগুলি আমরা/তাদের দ্বান্বিকতার উল্লেখ ছাড়াই আংশিকভাবে স্বাধীন প্রক্রিয়া হিসেবে আমরা পরিচয় গঠনের উপর কিছুটা আলোকপাত করে, তবুও তারা অন্যত্র যাকে "শিকারী পরিচয়" (2000a) বলেছি তার গঠন সম্পর্কে গভীরভাবে প্রতিফলিত হওয়ার প্রবণতা রাখে না।

শিকারী পরিচয়:

আমি সেই পরিচয়গুলিকে শিকারী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করি যাদের সামাজিক গঠন এবং সংহতি অন্যান্য, নিকটবর্তী সামাজিক বিভাগগুলির বিলুপ্তি প্রয়োজন, যা কিছু গোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসাবে সংজ্ঞায়িত, আমরা হিসাবে সংজ্ঞায়িত। শিকারী পরিচয় পর্যায়ক্রমে, জোড়া পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসে, কখনও কখনও দুটির চেয়ে বড় সেট, যার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, মিশ্রণ এবং কিছু পরিমাণে পারস্পরিক স্টেরিওটাইপিংয়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মাঝেমধ্যে সহিংসতা এই ইতিহাসের অংশ হতে পারে আবার নাও হতে পারে, তবে কিছু পরিমাণে বৈপরীত্যমূলক পরিচয় সর্বদা জড়িত থাকে। এই জোড়া বা পরিচয়ের একটি সেট প্রায়শই নিজেকে হুমকির সম্মুখীন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে উপলব্ধি করে শিকারীতে পরিণত করে। এই ধরনের সংহতি একটি সৌম্য সামাজিক পরিচয়কে শিকারী পরিচয়ে রূপান্তরিত করার মূল পদক্ষেপ।

একটি জাতিগোষ্ঠীকে একটি আধুনিক জাতিতে পরিণত করা প্রায়শই শিকারী পরিচয়ের উত্থানের ভিত্তি প্রদান করে, এমন পরিচয় যা দাবি করে যে তাদের নিজস্ব বেঁচে থাকার জন্য অন্য একটি সমষ্টির বিলুপ্তি প্রয়োজন। শিকারী পরিচয়গুলিও- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচয়। অর্থাৎ, এগুলি হুমকির মুখে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্পর্কে এবং তাদের পক্ষে দাবির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

প্রকৃতপক্ষে, অনেক ক্ষেত্রে, এগুলি সাংস্কৃতিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্পর্কে দাবি যা জাতির পরিচয়ের সাথে একচেটিয়াভাবে বা সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হতে চায়। কখনও কখনও এই দাবিগুলি ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের, যেমন হিন্দু খ্রিস্টান বা ইহুদিদের, এবং কখনও কখনও ভাষাগত, বর্ণগত, বা অন্যান্য ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠদের, যেমন জার্মান, ভারতীয় বা সার্বদের, পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়। এই সংঘবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের আলোচনার মধ্যে প্রায়শই এই ধারণা থাকে যে অন্য সংখ্যালঘু অদৃশ্য না হলে এটি নিজেই একটি ক্ষুদ্রজাতিতে পরিণত হতে পারে, এবং এই কারণে, শিকারী গোষ্ঠীগুলি প্রায়শই তাদের লক্ষ্যবস্তু সংখ্যালঘু শত্রুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জন্মহার সম্পর্কে ছদ্ম-জনসংখ্যাতাত্ত্বিক যুক্তি ব্যবহার করে। সুতরাং, শিকারী পরিচয়গুলি সেই পরিস্থিতিতে দেখা দেয়

যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘুদের ব্যবসায়িক স্থানের ঝুঁকিতে দেখা যেতে পারে। এই অভ্যন্তরীণ পারস্পরিকতা এই বিশ্লেষণের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য এবং এই অধ্যায়ে নীচে পুনর্বিবেচনা করা হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচয় এবং জাতীয় পরিচয়ের মধ্যে উত্তেজনার মধ্যে লুণ্ঠনমূলক পরিচয়ের উদ্ভব হয়। জাতীয় রাজনীতিতে বস্তুনিষ্ঠভাবে বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলি যখন পরিচয়কে আহ্বান করে তখনই পরিচয়কে "সংখ্যাগরিষ্ঠ" হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে না, বরং যখন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং জাতীয় সমগ্রের বিশুদ্ধতার মধ্যে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করে। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে পরিচয়গুলি শিকারীতে পরিণত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচয় যা আমি আগে তাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অসম্পূর্ণতার উদ্বেগ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছি তা সফলভাবে সংহত করে তা শিকারীতে পরিণত হতে পারে। এই অর্থে অসম্পূর্ণতা কেবল কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবহারিক সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে নয় বরং বিশুদ্ধতা এবং পরিচয়ের সাথে এর সম্পর্ক সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি বিশুদ্ধতা এবং শ্রেণীবদ্ধ পরিচয়ের বিষয়ে মেরি ডগলাসের অবদানের কথা উল্লেখ করেছি। তার অন্তর্দৃষ্টিগুলি উল্লেখ করার জন্য প্রসারিত করা যেতে পারে যে শিকারী পরিচয়, বিশেষ করে যখন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ-বাদের সাথে যুক্ত হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুভূতি এবং জাতীয় বিশুদ্ধতা এবং সম্পূর্ণতার কল্পনার মধ্যে ব্যবধানে সাফল্য লাভ করে। অন্য কথায়, লুণ্ঠনমূলক পরিচয় হল এমন পরিস্থিতির ফসল যেখানে জাতীয় জনগোষ্ঠীর ধারণা সফলভাবে জাতিগত এককতার নীতিতে পরিণত হয়, যাতে জাতীয় সীমানার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘুর অস্তিত্বকেও জাতীয় সমগ্রের পবিত্রতার এক অসহনীয় ঘাটতি হিসেবে দেখা হয়। এই পরিস্থিতিতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ধারণাটিই হতাশাজনক, কারণ এটি জাতীয় জনগোষ্ঠীর এক ধরনের জাতিগত বিস্তারকে বোঝায়। সংখ্যালঘুরা, এই ছোট কিন্তু হতাশাজনক ঘাটতির স্মারক হয়ে, এইভাবে শুদ্ধির তাড়না প্রকাশ করে। এটি এই প্রশ্নের উত্তরের একটি মৌলিক উপাদান: কেন ছোট সংখ্যা ক্রোধকে উত্তেজিত করতে পারে? ছোট সংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সামগ্রিকতা বা সম্পূর্ণ পবিত্রতার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বাধা প্রতিনিধিত্ব করে। এক অর্থে, সংখ্যা যত কম এবং সংখ্যালঘু দুর্বল, সংখ্যাগরিষ্ঠকে একটি সম্পূর্ণ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বিত জাতিগোষ্ঠীর মতো না করে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো অনুভব করার ক্ষমতা সম্পর্কে ক্রোধ তত গভীর হবে।

হতাশাজনক পবিত্রতার এই অনুভূতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল, অবশ্যই, নাৎসিদের দ্বারা "জার্মানতা" কে একটি শিকারী পরিচয় হিসাবে একত্রিত করা, বিশেষ করে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নয়। অনেক শিক্ষাবিদ জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে, বিশেষ করে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মীকৃত ইহুদি সদস্যদের জন্য, এমনকি নাৎসি ক্ষমতার সময়কালেও, এটা বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল যে তারা সম্পূর্ণরূপে গোণ অর্থে ইহুদি এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ জার্মান। বিপরীতে, এটা যুক্তি দেওয়া সম্ভব যে জার্মান জনগণের একটি অবিচ্ছিন্ন, অপরিবর্তনীয়, জাতীয়ভাবে কোডেড বৈশিষ্ট্যের সফল সংহতকরণ হওয়া থেকে অনেক দূরে, ইহুদি-

বিদ্বৈষকে নিয়মিতভাবে সংহত এবং জাতিগত ও রাজনৈতিক প্রচারণার শক্তিশালী প্রচারণার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করতে হয়েছিল, যার মাধ্যমে ইহুদিদের অ-জার্মান এবং জার্মান-বিদ্বৈষী হিসাবে দেখা যেতে পারে। ইউরোপীয় ইহুদি-বিদ্বৈষের জটিল ঐতিহ্যে নাৎসিদের বিশেষ অবদানকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ এবং এর সাথে যুক্ত ইউজেনিক এবং জনসংখ্যাভিত্তিক ধারণাগুলিকে ধর্মীয় ও সামাজিক স্টেরিওটাইপিংয়ের পূর্ববর্তী রূপগুলিতে মিশ্রিত করার জন্য চিহ্নিত করেছেন।

এমনকি ড্যানিয়েল গোল্ডহেগেন (১৯৯৬), যিনি "সাধারণ জার্মানদের" পরিচয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বর্ণবাদী চিত্র তৈরি করেন, তিনি স্বীকার করেন যে নাৎসিরা জার্মানদেরকে একটি হুমকিপ্ৰাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিচয় হিসাবে সংজ্ঞা এবং সংহতকরণে গুরুত্বপূর্ণ নতুন অবদান রেখেছিল, বিশেষ করে ইহুদিদের বর্ণগত ক্যাম্পার (এটি একটি নাৎসি ট্রপ) দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। "নির্মূলকারী ইহুদি-বিদ্বৈষ" এবং সাধারণ জার্মানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে এর সংহতকরণ সম্পর্কে গোল্ডহেগেনের যুক্তিগুলির অবস্থা যাই হোক না কেন, বইটির প্রধান দুর্বলতা হল এর নিজস্ব বিশাল প্রমাণগুলিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি, যা সমস্ত জার্মানদের মধ্যে ইহুদি-বিদ্বৈষের গভীর, আদিম এবং কঠোর রূপ নয়, যা নাৎসিরা পৃথিবীর মুখ থেকে সমস্ত ইহুদিদের নির্মূল করার প্রকল্পের জন্য সফলভাবে দখল করেছিল, বরং অনেক জার্মান নাগরিককে চূড়ান্ত সমাধানের হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় অসাধারণ পরিমাণ শক্তির।

নাৎসি মিডিয়া এবং প্রদর্শনীর বিশাল যন্ত্র, বর্ণবাদী প্রচারণার অক্লান্ত প্রচারণা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত গুজব, এবং স্ব-তৃপ্তিদায়ক পরিবেশনা (যার মধ্যে অবনমিত ইহুদি জনগোষ্ঠীকে ইহুদিদের অমানবিক গণাবলীর প্রমাণ হিসাবে দেখা হত) ছিল সক্রিয় আদর্শিক এবং রাজনৈতিক প্রকৌশলের এক অসাধারণ কীর্তি। এমনকি এগুলি নিজেদের মধ্যেও তৃতীয় রাইখের কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযানের পক্ষে একটি সফল জাতীয় ঐক্যমত্য গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার প্রমাণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। কেউ যুক্তি দিতে পারে যে পুলিশ ব্যাটালিয়ন, ডেথ ক্যাম্প এবং জোরপূর্বক মিছিলে বিভিন্ন ধরনের বেসামরিক নাগরিকদের অংশগ্রহণ, যা চূড়ান্ত সমাধানের যন্ত্রের অংশ ছিল, তারা নিজেই সেই বিশাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল যার মাধ্যমে ইহুদিদের সফলভাবে অমানবিক করে তোলা হয়েছিল এবং যারা সরাসরি জড়িত ছিল তাদের সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইহুদিদের জাতীয় নোংরামি হিসাবে ঐক্যমত্যে টেনে আনা হয়েছিল।

নাৎসি-ইহুদি-বিদ্বৈষ এবং জাতীয় সমাজতন্ত্রের বৃহত্তর জাতীয় প্রকল্প সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলা যেতে পারে। এই যুক্তির উদ্দেশ্য হলো, মূল বিষয় হলো, জার্মানদের প্রকল্পটি একবার জাতিগত-বর্ণগতভাবে সংজ্ঞায়িত হয়ে গেলে এবং পবিত্রতার যুক্তি কার্যকর হয়ে গেলে, বিভিন্ন সংখ্যালঘু অসম্পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে স্ফোভের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়: সমকামী, বয়স্ক এবং দুর্বল, জিপসি এবং সর্বোপরি, ইহুদি। নাৎসি প্রচারণায় ইহুদিদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক হুমকির প্রতিনিষিদ্ধকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল, কিন্তু সর্বোপরি তাদের ক্যাম্পার হিসেবে দেখা হয়েছিল, মানুষের জন্য একটি সমস্যা হিসেবে।

জাতীয়ভাবে বিশুদ্ধ এবং কলঙ্কমুক্ত জাতিগোষ্ঠীর প্রায় নিখুঁত প্রকল্পের জন্য জার্মান-আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা। নাৎসিদের দ্বারা সংগঠিত জার্মান পরিচয়ের জন্য জার্মান সামাজিক সংস্থা থেকে ইহুদিদের সম্পূর্ণ নির্মূল করা প্রয়োজন ছিল এবং যেহেতু জার্মান প্রকল্পটি বিশ্ব আধিপত্যের একটি প্রকল্প ছিল, তাই এর জন্য বিশ্বব্যাপী তাদের নির্মূল করা প্রয়োজন ছিল।

পৃথিবী থেকে অনেক সংখ্যালঘুদের নির্মূল করার নাৎসি প্রকল্পটি কীভাবে শিকারী পরিচয়গুলিকে সংগঠিত করা হয় তার আরেকটি দিকের উপর আলোকপাত করে। এই ক্ষেত্রে, সম্ভবত মানবতার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, গণহত্যার প্রকল্পে দুটি পরস্পরবিরোধী প্ররোচনাকে একত্রিত করা হয়েছিল। প্রথমটি ছিল প্রকল্পের যান্ত্রিক, প্রযুক্তিগত এবং আমলাতান্ত্রিক দিক, যা হান্না আরেন্‌স্টার "অশুভের তুচ্ছতা" সম্পর্কে স্মরণীয় বাক্যাংশে ধরা পড়ে (আরেন্‌স্ট 1963)। তবে, দ্বিতীয়টি হল চূড়ান্ত সমাধানের প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি স্থানে জার্মান সৈন্য, নিয়োগপ্রাপ্ত, ক্যাম্প গার্ড, মিলিশিয়া এবং সাধারণ নাগরিকদের দ্বারা অবক্ষয়, অপব্যবহার এবং ভয়াবহভাবে ঘনিষ্ঠ সহিংসতা। এটিই হলো শিকারী পরিচয়ের ফলে সৃষ্ট পরস্পরবিরোধী ঘনিষ্ঠতা। এই দ্বন্দ্ব বোঝার একটি উপায় হল, লক্ষ্যবস্তু জনসংখ্যাকে অমানবিক রাষ্ট্রে নামিয়ে আনার মাধ্যমে বৃহৎ আকারের হত্যাকাণ্ডের কাজকে সহজতর করা হয়, খুনি এবং নিহতদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে এবং এই আদর্শিক যুক্তির একটি স্ব-পরিপূর্ণ প্রমাণ প্রদান করে যে ভুক্তভোগীরা অমানবিক, পোকামাকড়, ময়লা, আবর্জনা এবং মূল্যবান জাতীয় শরীরের একটি ক্যান্সারযুক্ত অংশ।

তবুও, বৃহৎ আকারের গণহত্যার সহিংসতার সাথে প্রায়শই যে অবক্ষয় ঘটে তার আরও অনেক কিছু রয়েছে। আমি পরামর্শ দেব যে জাতীয় সামগ্রিকতা এবং সংখ্যালঘু উপস্থিতির মধ্যে ব্যবধানের ক্ষুদ্রতাই অসম্পূর্ণতার উদ্বেগ তৈরি করে এবং হতাশা এবং ক্রোধ তৈরি করে যা সেই ধরনের অবক্ষয়কে চালিত করে যা আমাদের সবচেয়ে বেশি হতবাক করে, নাৎসি জার্মানি থেকে রুয়ান্ডা, কসোভো থেকে মুম্বাই পর্যন্ত। আবার আমাদের ছোট পার্থক্যের আত্মকেন্দ্রিকতা সম্পর্কে কিছু যুক্তি পর্যালোচনা করতে হবে, যা আমি অধ্যায়ের পরে করছি।

নাৎসিদের উদাহরণটি এমন একটি চরম উদাহরণ বলে মনে হতে পারে যার ভারত, পাকিস্তান, ব্রিটেন বা জার্মানির মতো সাম্প্রতিক উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ-বাদের সাথে খুব একটা মিল নেই (অন্যান্যদের মধ্যে), যাদের সকলেই নাৎসিদের তুলনায় সামাজিক পার্থক্যের জন্য বেশি উন্মুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ, মালয়েশিয়ার "মাটির পুত্র" মতাদর্শ, অথবা ইউরোপে নাগরিকত্বের বিভিন্ন মতাদর্শকে উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ-বাদ হিসেবে দেখা যেতে পারে, অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ হিসেবে যা অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে চায়। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদগুলি কি 1930 এবং 1940-এর দশকে জার্মানিতে নাৎসিরা যে "সর্বগ্রাসী" স্থাপন করেছিল তার থেকে মৌলিকভাবে আলাদা? আমার পরামর্শ হল যে সমস্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের মধ্যে গণহত্যার বীজ রয়েছে, কারণ এগুলি সর্বদা জাতীয় জাতিগোষ্ঠীর এককতা এবং সম্পূর্ণতা সম্পর্কে ধারণার সাথে যুক্ত।

কঠিন প্রশ্ন হল মূল্যায়ন করা যে কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ উদারপন্থী এবং সম্ভাব্য গণহত্যামূলক হয়ে উঠতে পারে। কখন অসম্পূর্ণ জাতীয় বিশুদ্ধতার বিষয়টি একটি শিকারী পরিচয় তৈরির জন্য অনুবাদ এবং সংহতির জন্য সংবেদনশীল হয়ে ওঠে? কারণ, অবস্থা এবং তুলনার একটি বিস্তৃত অভিজ্ঞতাবাদী অধ্যয়নে প্রবেশ না করেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দুটি উপায় রয়েছে। একটি হল পরামর্শ দেওয়া যে উদার চিন্তাভাবনার রাজনৈতিক অভিনেতা হিসাবে সমষ্টিগতদের বৈধতা সম্পর্কে একটি মৌলিক দ্বিধা রয়েছে এবং ফলস্বরূপ, সর্বদা হস্তক্ষেপের জন্য উন্মুক্ত। গুণগত মান সম্পর্কে যুক্তিগুলি পরিমাণগত যুক্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে। এই পদ্ধতিটি এই অধ্যায়ে নীচে অন্বেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হল অসম্পূর্ণ বিশুদ্ধতার শর্ত কখন গণহত্যার পক্ষে যুক্তি তৈরি করে সেই প্রশ্নের একটি সাধারণ ঐতিহাসিক এবং অস্থায়ী উত্তর। এই রূপান্তর বা টিপিং পয়েন্টের ঐতিহাসিক উপাদানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়: দল বা অন্যান্য গোষ্ঠী দ্বারা রাষ্ট্র দখল করা যারা তাদের রাজনৈতিক বাজি ধরে রেখেছে কোন ধরনের বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উপর; আদমশুমারির সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলির প্রাপ্যতা যা গণনা করা সম্প্রদায়গুলিকে সম্প্রদায়ের ধারণার জন্য আদর্শ হয়ে উঠতে উৎসাহিত করে; রাজনৈতিক সীমানা এবং সম্প্রদায়ের অভিবাসন এবং জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব অনুভূত হয়, যা রাজনৈতিকভাবে পরিত্যক্ত জাতিগত আত্মীয়দের বা নিজের আত্মীয় বলে দাবি করা জাতিগত অপরিচিতদের প্রতি একটি নতুন সতর্কতা তৈরি করে; এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর পরিচালিত ভয়ের একটি সফল প্রচারণা, যা তাদের বিশ্বাস করে যে তারা সংখ্যালঘুদের দ্বারা ধ্বংসের ঝুঁকিতে রয়েছে, যারা তাদের বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইন (এবং উদার-গণতান্ত্রিক রাজনীতির সমগ্র যন্ত্র) ব্যবহার করতে পারে। এই কারণগুলির সাথে, বিশ্বায়ন তার নির্দিষ্ট শক্তি যোগ করে, যা এই অধ্যায়ের শেষে আলোচনা করা হয়েছে। এই কারণগুলির সেটটি সম্পূর্ণ বা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নয়। এটি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে যে নাংসি প্রকল্পটি তার ধারাবাহিকতা এবং তার গণহত্যামূলক কল্পনার প্রসারের ক্ষেত্রে অসাধারণ ছিল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ-অর্থনীতিবাদের একটি মতাদর্শ হিসাবে শিকারীতে পরিণত হওয়ার কারণে, এটি আমাদের কল্পনা করতে দেয় না যে উদারনীতিবাদ সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত যা মেজরিটারিয়ান গণহত্যা তৈরি করে। গত দুই দশকে ভারত পরবর্তী সম্ভাবনার একটি প্রধান উদাহরণ।

নাংসি মামলাটি অবশ্যই আমাদের আমন্ত্রণ জানায় যে কীভাবে শিকারী পরিচয় তৈরি হয় এবং স্বীকৃতি দিতে যে অন্যের প্রতিফলিত তন্ত্র, যেখানে বলির পাঁঠা (প্রায়শই সংখ্যালঘু) আমরা-নেসের অনুভূতি তৈরির জন্য একটি কার্যকরী প্রয়োজন হিসাবে দেখা হয়, যান্ত্রিক এবং আংশিক উভয়ই। আমরা-নেসের অনুভূতির সংহতকরণ, বিশেষ করে যে শক্তিশালী আকারে আমি এখানে শিকারী বলেছি, জাতীয় গণতন্ত্রের পবিত্র সম্পূর্ণতার ধারণা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিসংখ্যানগত ধারণার মধ্যে উত্তেজনার উপর নির্ভর করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ সেখানেই বিকশিত হয় যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠরা জাতীয় বিশুদ্ধতার কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সেই অঞ্চলে যেখানে পরিমাণ মিলিত হয় - কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গুণমানকে সংজ্ঞায়িত করে না। এই

সমস্যাটি ছোট সংখ্যার সমস্যার আরেকটি মাত্রা উন্মোচন করে, যা সংখ্যা, পরিমাণ এবং রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরের মধ্যে যোগসূত্র।

উদার কল্পনায় সংখ্যা

উদার সামাজিক তত্ত্বে সংখ্যার একটি দ্বিমুখী স্থান রয়েছে এবং সংখ্যা এবং বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক আজ উদার সামাজিক তত্ত্ব এবং গণতান্ত্রিক নিয়মের মধ্যে কিছু কেন্দ্রীয় উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়টি আমাদের এই উত্তেজনাগুলিকে উৎপাদনশীল উপায়ে পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়। একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে, উদার সামাজিক তত্ত্বের জন্য সমালোচনামূলক সংখ্যা হল এক নম্বর, যা ব্যক্তির সংখ্যাগত চিহ্ন। যেহেতু ব্যক্তি উদারনীতির আদর্শিক কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং প্রতিযোগী উদারনীতিবাদের মধ্যেও ভাগ করা স্থল, তাই "এক" সংখ্যাটি উদারনীতিবাদের জন্য সবচেয়ে ছোট গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে, "এক" সংখ্যাটির গণিতবিদদের কাছে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু উদার সামাজিক তত্ত্বের জন্য, এটি কেউ কেউ মনে করেন শূন্য ছাড়া একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। শূন্য সংখ্যাটি প্রায় ততটাই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি পূর্ণসংখ্যাকে শত, হাজার, লক্ষ ইত্যাদি সংখ্যায় রূপান্তর করার চাবিকাঠি। অন্য কথায়, শূন্য হল জনসাধারণের ধারণার সংখ্যাগত চাবিকাঠি, যা উদারপন্থী এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিভাজনগুলির মধ্যে একটি। লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে: "রাজনীতি হল যেখানে জনসাধারণ থাকে, যেখানে হাজার নয় বরং যেখানে লক্ষ লক্ষ থাকে, সেখানেই গুরুতর রাজনীতি শুরু হয়" (মার্টিন এবং সিলস ২০০১)।

অনেক উদারপন্থী চিন্তাভাবনা বৃহৎ গোষ্ঠীগুলিকে ব্যক্তিদের সমষ্টি হিসাবে কল্পনা করে (অর্থাৎ, সংখ্যা একের অসীম সংমিশ্রণ)। উদারপন্থী চিন্তাধারার উপযোগবাদী ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, বেন্জামিন থেকে রলস পর্যন্ত, সামগ্রিক জীবনকে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরণগুলির চারপাশে সংগঠিত হিসাবে কল্পনা করার চেষ্টা করে যা ব্যক্তি বা একের চেয়ে বড় নয় এমন সংখ্যক ব্যক্তিকে বিশেষাধিকার দেয়। এইভাবে, প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব, সমষ্টিগত কল্যাণ এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদার চিন্তাধারা ব্যক্তিদের একত্রিতকরণকে কল্পনা করে যা এক নম্বরের বৃহৎ সেট যোগ করে গঠিত। অন্যভাবে বলতে গেলে, উদার চিন্তাধারার কেন্দ্রীয় ঐতিহ্যে সমষ্টিগততার আবির্ভাব হল একক স্বার্থ এবং এজেন্টদের একত্রিতকরণের বিষয় যা সমাধান খুঁজছে যে তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়। এটি অবশ্যই, নব্যজ্ঞানপন্থী অর্থনীতিতে বাজার মডেলের মানক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পিছনে থাকা সমষ্টিগত জীবনের চিত্রগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি উপায়। এই অর্থে, উদার চিন্তাধারা সমষ্টিগততাকে এমন সামাজিক রূপ হিসেবে কল্পনা করে যার যুক্তি, উদ্দেশ্য এবং গতিশীলতা সর্বদা

আগ্রহী ব্যক্তিদের একত্রিতকরণ বোঝার কোনও পদ্ধতি থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

উদার চিন্তাধারার জন্য, তার শুরু থেকেই, গণতন্ত্রের সমস্যা হল এই সম্ভাবনা যে এটি বৃহৎ সংখ্যকের রাজনৈতিক বৈধতাকে উৎসাহিত করতে পারে। "এক" সংখ্যাটির সাথে অনেক শূন্য যোগ করলে কী ঘটে তা ঘিরে উদারপন্থী চিন্তাধারায় জনগণ এবং জনগণের মধ্যে তীব্র বৈপরীত্য তৈরি হয়। জনসাধারণের ধারণা (যেমন ওর্টেগা ওয়াই গ্যাসেটের ক্লাসিক বই, "দ্য রেভোলুট অফ দ্য ম্যাসেস") উদারপন্থী চিন্তাধারায় বৃহৎ সংখ্যার সাথে যুক্ত যারা ব্যক্তির মধ্যে নিহিত যুক্তি হারিয়ে ফেলেছে, সংখ্যাটির মধ্যে। সুতরাং, জনসাধারণকে সর্বদা ফ্যাসিবাদ এবং সর্বগ্রাসীবাদের পণ্য এবং ভিত্তি হিসাবে দেখা হয়, উভয়ই কারণ তারা অ-ব্যক্তি (অথবা ব্যক্তি যারা তাদের নিজস্ব যুক্তিসঙ্গত স্বার্থ প্রয়োগের মানসিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল) দ্বারা গঠিত এবং রাষ্ট্র, একনায়ক, অথবা একটি মিথের মতো নিজের বাইরের শক্তি দ্বারা পরিচালিত একটি সমষ্টিগততার অনুভূতি যা ব্যক্তিদের মধ্যে ইচ্ছাকৃত মিথস্ক্রিয়া দ্বারা উত্পাদিত হয়নি। লেনিনের উদ্ধৃতিটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে উদারপন্থী চিন্তাধারা বৃহৎ সংখ্যা সম্পর্কে কী ভয় পায়। বৃহৎ সংখ্যা এবং জনসাধারণের জন্মের মধ্যে এই সম্ভাব্য সখ্যতার কারণেই অনেক উদারপন্থী চিন্তাধারা যথাযথভাবে বৃহৎ সংখ্যার ভয় দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এটা অনেকটা স্বজ্ঞাতভাবে স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তাহলে ছোট সংখ্যার ভয় কোথা থেকে আসে?

এক নম্বর, যা একটি বিশেষ ঘটনা, বাদে, ছোট সংখ্যা বিভিন্ন কারণে উদারপন্থী সামাজিক চিন্তাভাবনার কাছে বিরক্তিকর। প্রথমত, ছোট সংখ্যাগুলি অলিগোপোলি-মিথ্যা, অভিজাত এবং স্বৈরাচারের সাথে যুক্ত। তারা কীসের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় আজকের দিনে সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা এবং মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা "অভিজাতদের দখল" বলা হয়। অল্প সংখ্যক লোক ষড়যন্ত্র, কোষ, গুপ্তচর, বিশ্বাসঘাতক, ভিন্নমতাবলম্বী বা বিপ্লবীর আতঙ্ক তৈরি করে। অল্প সংখ্যক লোক জনসাধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুপ্রবেশের পরিচয় দেয় এবং এর সাথে স্বজনপ্রীতি, যোগসাজশ, উপ-সংস্করণ এবং প্রতারণার ঝুঁকিও তৈরি করে। তারা গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তার সম্ভাবনা পোষণ করে, যা যুক্তিসঙ্গত যোগাযোগ এবং উন্মুক্ত আলোচনার উদার ধারণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রচার এবং স্বচ্ছতার ধারণার জন্য অভিশাপ।

আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, ছোট সংখ্যক লোক সর্বদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদার স্থানীয় ভাষায় "বিশেষ স্বার্থ" নামে পরিচিত বিষয়গুলির সম্ভাবনা বহন করে এবং এইভাবে "সাধারণ স্বার্থ" সম্পর্কে কিছু ধারণার জন্য হুমকি তৈরি করে, যা বিশ্বাস করা হয় যে ব্যক্তির যখন রাজনীতিতে অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি হিসাবে আলোচনা করে বা আলোচনা করে, তখন সবচেয়ে ভালভাবে পরিবেশিত হয়, প্রতিনিধিত্বের কিছু সুস্পষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

সংখ্যালঘুরা হল ক্ষুদ্র সংখ্যার একমাত্র শক্তিশালী উদাহরণ যা উদার কল্পনার প্রতি অবিশ্বাসের পরিবর্তে সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে, এবং এর কারণ হল তারা সেই সংখ্যাগত ক্ষুদ্রতাকে মূর্ত করে যার প্রধান বিষয়

হল এক নম্বর ব্যক্তি। তাই একবার উদার চিন্তাধারা নির্বাচনী গণতন্ত্রের সাথে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত পদ্ধতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে গেলে, সংখ্যালঘুর ধারণাটি একটি শক্তিশালী মূল্য অর্জন করে (যেমন মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে সংখ্যালঘু মতামতের প্রতি দেখানো মহান সম্মানের সাথে)। প্রকৃতপক্ষে, সংখ্যালঘুর ধারণাটি তার রাজনৈতিক বংশোদ্ভূতিতে কোনও নীতিগত বা সাংস্কৃতিক ধারণা নয় বরং একটি পদ্ধতিগত ধারণা, যা একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে স্বাধীনতা-বিরোধী বা আইনসভার প্রেক্ষাপটে ভিন্নমত পোষণকারী মতামতের সাথে সম্পর্কিত।

সুতরাং, উদার চিন্তাধারার ইতিহাসে, সংখ্যালঘুদের প্রতি ইতিবাচক আগ্রহ এবং তাদের মতামতের ভিন্নমতের সাথে অনেক কিছু জড়িত এবং পার্থক্যের সাথে খুব কমই জড়িত। এই পার্থক্যটি সংখ্যালঘুদের সমসাময়িক ভয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী এবং সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করার প্রয়োজন।

সমসাময়িক রাজনীতিতে ভিন্নমত এবং পার্থক্য:

পশ্চিমা উদার চিন্তাধারায় সংখ্যালঘুদের সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক ইতিবাচক মূল্য মৌলিকভাবে প্রক্রিয়াগত। এটি যুক্তিসঙ্গত বিতর্কের মূল্যায়ন, ভিন্নমত পোষণের অধিকার, ভিন্নমত পোষণের মূল্য বাকস্বাধীনতা ও মতামতের বৃহত্তর মূল্যের প্রতীক হিসেবে এবং প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে ভিন্নমত পোষণের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। মার্কিন সংবিধান সম্ভবত স্বাধীনতার ধারণার সাথে ভিন্নমত পোষণের কেন্দ্রীয়তা পরীক্ষা করার জন্য সর্বোত্তম স্থান। কিন্তু আমরা যদি সতর্ক না হই, তাহলে আমরা ইতিহাসের গতিপথ উল্টে দিতে পারি এবং তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক উন্নয়ন স্থাপন করতে পারি, যাকে আমরা বাস্তব ভিন্নমত (উদাহরণস্বরূপ, এমনকি নৈতিকভাবে ভয়ঙ্কর মতামত প্রকাশের অধিকার, রাষ্ট্রের নীতির সমালোচনা করার অধিকার, অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় মতামত নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার) বলতে পারি পদ্ধতিগত ভিন্নমত থেকে, যা সংখ্যালঘুদের উপর এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের মতামতের উপর ইতিবাচক মূল্যের মূল প্রেক্ষাপট। এখানে মূল শব্দটি হল মতামত, কারণ পদ্ধতিগত সংখ্যালঘুরা সাংস্কৃতিক বা সামাজিক সংখ্যালঘু নয়, তারা অস্থায়ী সংখ্যালঘু শুধুমাত্র মতামতের দ্বারা এবং তার দ্বারা সংখ্যালঘু। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু যাকে আমরা বাস্তব সংখ্যালঘু বলতে পারি, তারা স্থায়ী সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু যারা সামাজিক হয়ে উঠেছে এবং কেবল প্রক্রিয়াগত নয়। আমরা যদি সংখ্যালঘুদের সাথে সম্পর্কিত পশ্চিমা আইন এবং ধারণার ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখা যাবে যে তারা জাতিসংঘের জন্মের পরে এবং জাতিসংঘের জন্মের পরে উত্পাদিত মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন কনভেনশনে তাদের পূর্ণ উদার শক্তি গ্রহণ করে। অবশ্যই, জাতিসংঘ গঠনের আগে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন খণ্ডিত ধারণা রয়েছে, তবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, যখন মানবাধিকারের ধারণাটি সমগ্র মানবতার মৌলিক অধিকার

সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তির আলোচনার প্রধান মুদ্রা হয়ে ওঠে, তখনই বিশ্বের অনেক গণতন্ত্র সামাজিক সংখ্যালঘুরা সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক উদ্বোধনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মানবাধিকারের বৃহত্তর স্তরের অধীনে দেখা সংখ্যালঘুদের অধিকারগুলি এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাপকভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে এবং বিভিন্ন জাতীয় পরিবেশে, নাগরিকত্ব, ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সমতা নিয়ে প্রধান আইনি ও সাংবিধানিক সংগ্রামের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

এই প্রক্রিয়া, যেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের সর্বজনীনভাবে প্রকৃত বা সম্ভাব্য অধিকারের বাহক হিসেবে দেখা হয়, তা একটি দুর্বল তাত্ত্বিক, এমনকি অপ্রত্যাশিত, পদ্ধতিগত সংখ্যালঘু এবং অস্থায়ী সংখ্যালঘু থেকে বাস্তব সংখ্যালঘুতে আদর্শিক মূল্য স্থানান্তরকে গোপন করে, যা প্রায়শই স্থায়ী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমষ্টিতে পরিণত হয়।

প্রক্রিয়াগত সংখ্যালঘুদের (যেমন আদালত, কাউন্সিল, সংসদ এবং অন্যান্য স্বাধীনতা-বিরোধী সংস্থাগুলিতে সংখ্যালঘুদের) মতামত রক্ষা করার সাথে উদারনৈতিক উদ্বোধনের এই অনিচ্ছাকৃত স্থানান্তর স্থায়ী সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের অধিকারের উপর, সকল ধরনের গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বর্তমান, গভীর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে বহুসাংস্কৃতিবাদ, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে অধীনস্থ জাতীয়তা, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা, এশিয়ার অনেক দেশে "মাটির সন্তান", আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে "অটোক-থোনি" এবং ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে এবং নিউজিল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং হাওয়াইয়ের মতো দূরবর্তী স্থানে "আদিবাসীদের" অধিকার সম্পর্কে বহু বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে ভিন্ন। তবে জাতীয় রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটি সাধারণ উদ্বোধন রয়েছে এবং তারা সর্বদা জাতীয় নাগরিকত্ব এবং অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে সংগ্রামের সাথে জড়িত। অনেক ক্ষেত্রে, এই সংগ্রামগুলি সরাসরি শিকারী জাতিগত পরিচয়ের উত্থান এবং জাতিগত নির্মূল বা জাতিগত নিধন প্রকল্পে সংখ্যাগরিষ্ঠদের একত্রিত করার সফল প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কিত। ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে এই সংঘাতগুলি আরও তীব্র হয়ে ওঠে, এই সময় অনেক জাতি-রাষ্ট্রকে একই সাথে দুটি চাপের সাথে আলোচনা করতে হয়েছিল: বিদেশী বিনিয়োগ, পণ্য এবং চিত্রের জন্য তাদের বাজার উন্মুক্ত করার চাপ এবং সাংস্কৃতিক মর্যাদা এবং স্বীকৃতির জন্য তাদের নিজস্ব দাবির পক্ষে যুক্তি দেওয়ার জন্য মানবাধিকারের বিশ্বায়িত ভাষা ব্যবহার করার জন্য তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের ক্ষমতা পরিচালনা করার চাপ। এই দ্বৈত চাপ ১৯৯০ এর দশকের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল এবং জাতীয় সীমানা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় জাতিগোষ্ঠীর বিশুদ্ধতার অনুভূতির জন্য অনেক দেশে একটি সংকট তৈরি করেছিল এবং এটি সুইডেন এবং ইন্দোনেশিয়ার পাশাপাশি রোমানিয়া, রুয়ান্ডা এবং ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্ণবাদের বৃদ্ধির জন্য সরাসরি দায়ী।

ভারতে মুসলিমরা: তোষণ এবং পবিত্রতা:

আমি যে মৌলিক এবং পদ্ধতিগত সংখ্যালঘুদের যুক্তি তৈরি করছি তার ক্ষেত্রে ভারতের বিষয়টি শিক্ষণীয়। ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্র ১৯৪৭ সালে একটি রাজনৈতিক বিভাজনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল যা পাকিস্তানকে একটি নতুন জাতি-রাষ্ট্র হিসেবেও তৈরি করেছিল, যা ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্যে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক আশ্রয়স্থল হিসেবে গঠিত হয়েছিল। দেশভাগের গল্প, এর দিকে পরিচালিত রাজনীতি এবং এর ফলে সৃষ্ট অদ্ভুত ভৌগোলিক অবস্থান (১৯৪৭ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একটি স্বাধীন ভারতের পাশে ছিল যখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সফল হয়েছিল, ভারতের পূর্ব সীমান্তে একটি নতুন জাতি বাংলাদেশকে জন্ম দিয়েছিল) ঘিরে একটি বিশাল এবং বিতর্কিত পণ্ডিত রয়েছে। আমি এখানে এই রাজনীতিটি তুলে ধরব না, তবে উল্লেখ করব যে এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি স্থায়ী যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল; কাশ্মীরের দৃশ্যত অমীমাংসিত সংকটের জন্ম দিয়েছিল; ভারতের মুসলিম নাগরিকদের তার প্রধান আন্তঃসীমান্ত শত্রু পাকিস্তানের সাথে চিহ্নিত করার জন্য একটি অযোগ্যতা তৈরি করেছিল; এবং ভারতের বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষতার সংকটের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

এই সংকটের গল্পটিও এখানে বলা এত জটিল যে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উনিশ শতক এবং বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম এবং এর রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা যখন একটি সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিকাশ ঘটায়, তখন পাকিস্তানের জন্ম হিন্দুদের আমাদের সম্পর্কের অনুভূতি, সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে সাংবিধানিক উদ্বেগ এবং নব্বইয়ের দশকে একটি প্রধান হিন্দু রাজনৈতিক জোটের ক্ষমতায় উত্থানের মধ্যে একটি নতুন যোগসূত্র তৈরি করে। রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সহযোগী সামাজিক আন্দোলনের (যাদের মাঝে মাঝে সংঘ পরিবার বলা হয়) এই জোট কার্যত বিশ্বায়নের চাপের মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথেই যুক্ত, এবং দেশভাগের পর থেকে ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়াবহ দুটি আক্রমণের সাথে এটি যুক্ত: ১৯৯২ সালে উত্তর ভারতে মুসলিম মসজিদ বাবরি মসজিদ ধ্বংস, এর আগে এবং পরে ভারতজুড়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যার এক ঢেউ এবং ২০০২ সালে গুজরাট রাজ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে খুনের দাঙ্গা। এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যে দশকটি শুরু হয়েছিল, তাতে ভারতীয় জনমতের একটি বৃহৎ অংশের জাতীয় ঐক্যও দেখা গেছে, যার মধ্যে শিক্ষিত এবং একসময়ের উদারপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যরাও ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুস্ববাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এবং ভারতের প্রথম, সবচেয়ে ক্যারিশম্যাটিক প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের সাক্ষী ছিল। এর পরিবর্তে, ইন্ডিয়ান পিপলস পার্টি (ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি) এর নেতৃত্বে তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলন এবং রাজনৈতিক দলগুলির জোট, ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতের মুসলিম শাসকদের দ্বারা হিন্দুদের অবমাননার স্মৃতি, ভারতের মুসলিম নাগরিকদের সন্দেহজনক দেশপ্রেম, ভারতকে সামরিকভাবে ধ্বংস করার পাকিস্তানের পরিচিত ইচ্ছা

এবং বিতর্কিত কাস্মীরে ভারত-বিরোধী আকাশ্ফার সাথে যুক্ত মুসলিম সন্তানসীদের জঙ্গি কার্যকলাপের বৃদ্ধির মধ্যে একটি গভীর সংযোগ তৈরি করতে সফল হয়েছিল।

এই অসাধারণ গল্পটির প্রতি অনেক পণ্ডিত এবং সাংবাদিকদের মনোযোগ দেওয়া হয়েছে যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, ধর্মীয় অন্তর্ভুক্তির প্রতি উল্লেখযোগ্য মনোযোগ দেয় এমন একটি সংবিধান, ধর্মীয় ভিন্নতার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ সহনশীলতা এবং সমাজের "দুর্বল অংশগুলিকে" রক্ষা করার জন্য একটি সাধারণ উদ্বেগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার জন্মের চল্লিশ বছরের মধ্যে, একটি আক্রমণাত্মক হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে পরিণত হতে পারে, যা পুনরাবৃত্তি করে-ভারতকে হিন্দুদের সাথে এবং দেশপ্রেমকে হিন্দুত্বের (হিন্দুত্ব) সাথে চিহ্নিত করার জন্য তীক্ষ্ণ ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই ভারতীয় উন্নয়ন সংখ্যালঘুদের ভয়ের উপর একটি বিশেষ আলোকপাত করে যা কিছুটা বিশদভাবে পরীক্ষা করার যোগ্য।

আমার যুক্তি হল, এই পর্যায়ে, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর জগত থেকে একটি বড় বাধাকে স্বীকৃতি দেওয়া। যেহেতু এই গবেষণাপত্রের প্রথম খসড়াটি ২০০৩ সালের অক্টোবরে লেখা হয়েছিল এবং ২০০৪ সালের আগস্টে সংশোধিত হয়েছিল, তাই ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপ্রত্যাশিত নির্বাচনী ঘটনা ঘটেছিল। বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দু ডানপন্থী জোট সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং নেহরুশব্দের কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্বে একটি নতুন জোট ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। এই অসাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম নয়, এমনকি সবচেয়ে ধূর্ত রাজনৈতিক পণ্ডিতদেরও হতবাক করেছে (১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মতো নয়)। যদিও এই বড় পরিবর্তনের তাৎপর্য এখনও বিশেষজ্ঞরা হজম করছেন, বেশিরভাগ বিশ্লেষকদের মধ্যে সাধারণ একমত যে বিজেপি জোটের পরাজয় দুটি বার্তা প্রকাশ করেছিল। একটি হলো, ভারতীয় ভোটাররা (গ্রামীণ ও নগর উভয়) হিন্দুত্বের বার্তায় বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনীতি এবং দৈনন্দিন রাজনীতি সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও নীতিমালার বিকল্প হিসেবে এটিকে দেখেননি। দ্বিতীয় হলো, ভারতীয় ভোটারদের (গ্রামীণ ও নগর উভয়) নীচের অর্ধেকও রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি এবং অভিজাতদের ভোগের চলমান সার্কাসে একটি ছোট গোষ্ঠী দ্বারা বিশ্বায়নের সুবিধা গ্রহণ করতে দেখে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন, যেখানে তাদের জন্য খুব কমই স্পষ্ট সুবিধা রয়েছে।

অন্য কথায়, নির্মম বিশ্বায়ন এবং মুসলিম-বিরোধী নিন্দুক সমাবেশ আর জাতীয় জোটের জন্য কার্যকর প্ল্যাটফর্ম ছিল না। সুতরাং আমাদের ভারতীয় রাজনীতিতে আরেকটি অভিনব মুহূর্ত রয়েছে

যেখানে কংগ্রেস এবং তার মিত্ররা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং বিশ্ববাজারের মধ্যে এবং স্থানীয় ও বর্ণ-ভিত্তিক রাজনীতি এবং একটি বৃহত্তর, উত্তর-জাতিগত এবং বহুস্ববাদী রাজনীতির মধ্যে একটি কঠিন পথ পরিচালনা করে।

কিন্তু এটা জিজ্ঞাসা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কেন ভারতের অনেক রাজনৈতিক দল, তার জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, এবং বিস্ময়কর সংখ্যক বিশ্বজনীন, উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী ১৯৮৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে হিন্দুত্বের বার্তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, এই ঐতিহাসিক সময়কাল ভারতের স্বাধীন জাতি হিসেবে ইতিহাসের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে বিস্তৃত। এবং প্রশ্নটি কেবল ঐতিহাসিক বা একাডেমিক নয়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিগুলি কেবল অদৃশ্য হয়ে যায়নি, এবং এর পদ্ধতি, মূল্যবোধ এবং কৌশলগুলি এখনও ভারতীয় রাজনীতিতে খুব জীবন্ত। আমরা অবকাশের এক মুহূর্তে আছি, এবং ভারতীয় রাজনীতির হিন্দুকরণ ইতিহাস হিসেবে রয়ে গেছে তা নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের যতটা সম্ভব সতর্কতার সাথে এই সময়কালটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

ভারতের প্রধান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ-পন্থী রাজনৈতিক জোট হিসেবে হিন্দু ডানপন্থীদের উত্থান এবং মূলধারার জাতীয় মতামত দখল, কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি খণ্ডিত এবং প্রান্তিক সেট হওয়ার পর, ১৯৮০-এর দশকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সংখ্যালঘুদের ইস্যুর সাথে সম্পর্কিত চারটি প্রধান উন্নয়নের সাথে যুক্ত ছিল। এই প্রতিটি উন্নয়ন বিশ্বের অন্যান্য জাতি এবং স্থান সম্পর্কে কিছু শিক্ষণীয় কথা বলে।

প্রথম উন্নয়নটি ছিল সংখ্যালঘুদের সাথে সম্পর্কিত যারা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, পরিচয় এবং নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত। ভারতের মুসলমানরা সর্বদা ভারতের চেয়ে বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের প্রতি বেশি অনুগত থাকার অভিযোগের শিকার হয়েছে এবং পাকিস্তানের সাথে তাদের আবেগগত সম্পর্ক (প্রায়শই তীব্রভাবে পুনরায় প্রকাশ করা হয়) বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

(ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারা পঠিত) সর্বদা বিশ্বব্যাপী ইসলামের সম্পদ এবং রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে পঠিত হয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে ভারতে, হিন্দু ডানপন্থীরা মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতের ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সম্পদের প্রবাহে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিল, যুক্তি দিয়েছিল যে ভারতীয় মুসলমানদের এই ধরনের ভর্তুকি পর্যবেক্ষণ এবং সীমাবদ্ধ করা দরকার এবং এটি হিন্দু ডানপন্থীদের দ্বারা গৃহীত পুনর্ধর্মান্তরের একটি বিতর্কিত নীতিকে ন্যায্যতা দেয়, বিশেষ করে দরিদ্র গ্রামীণ ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যাদের বিশ্বব্যাপী ইসলামের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মান্তরে পরিণত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। এই ধরনের পুনর্ধর্মান্তর ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আজ হিন্দু ডানপন্থীদের তৃণমূল পর্যায়ের সহিংসতা এবং রাজনৈতিক কৌশলের জন্য একটি প্রধান প্ল্যাটফর্ম হিসাবে রয়ে গেছে। ১৯৮০-এর দশকে এর প্রাথমিক প্রকাশে, ধর্মান্তরের এই যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী ইসলামী স্বার্থ এবং শক্তির আকার, ক্ষমতা এবং প্রভাবের আহ্বান দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল, যা ভারতীয় সম্প্রদায়ের তুলনামূলকভাবে কম

সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। সুতরাং, স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ভারতে মুসলিমদের তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক উপস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে বিপুল সংখ্যক মুসলিমের মুখোশ হিসেবে দেখা হত। আজ, জঙ্গি, আন্তর্জাতিক ইসলামের এই চিত্রটি ইসলামী সন্ত্রাসবাদের আলোচনায় কার্যত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে ৯/১১-এর পর।

ভারতের ক্ষেত্রে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের (সাধারণত হিংসাত্মক, জাতীয়তাবিরোধী এবং হিন্দু-বিরোধী হিসাবে চিত্রিত) হাতিয়ার (এবং বস্তু) হিসেবে ভারতীয় মুসলমানদের এই চিত্রটি ভারতীয় মুসলমানদের হজে যাওয়ার (মক্কায় একটি বিশেষ পবিত্র তীর্থযাত্রা, যা যেকোনো ধর্মপ্রাণ মুসলিমের জীবনে অন্তত একবার হলেও একটি কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়) চলমান প্রতিশ্রুতি এবং ১৯৮০-এর দশক থেকে ভারতীয় শ্রমিকদের (সকল ধরণের এবং শ্রেণীর) মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ শেখদের, বিশেষ করে সৌদি আরব, দুবাই, কুয়েত এবং বাহরাইনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যাতায়াত দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। পারস্য উপসাগরে অভিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান ছিল, যদিও এটি তাদের জন্য অর্থনৈতিক বিকল্প ছাড়া অন্য কিছু ছিল এমন খুব কম লক্ষণই পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও, ভারত ও উপসাগরের মধ্যে যানবাহন চলাচল ছিল প্রচুর নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু যা আমলাতান্ত্রিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন "অভিবাসীদের রক্ষাকর্তা" অফিস তৈরি করা, একটি সরকারি সংস্থা যা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল যে ভারতীয় শ্রমিকদের অনৈতিক বা প্রতারণামূলক কারণে উপসাগরে পাঠানো হচ্ছে না। সম্পর্কিত একটি নৈতিক নাটকে, হায়দ্রাবাদ, লখনউ এবং আগ্রার মতো শহরগুলিতে উপসাগরীয় ধনী (এবং প্রায়শই বয়স্ক) আরব পুরুষ এবং দরিদ্র পরিবারের মুসলিম মহিলাদের (প্রায়শই খুব অল্প বয়সী) মধ্যে বিবাহের ক্রমবর্ধমান প্রথার প্রতি প্রচুর মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। মুসলিম পুরুষদের অবক্ষয় এবং বহুবিবাহের এই চিত্র, যা ইতিমধ্যেই শোষিত মুসলিম মহিলাদের লক্ষ্য করে, জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যমে এবং বাজারের মতো বাণিজ্যিক ছবিতে প্রচারিত হয়েছিল, যা এই বিবাহ বাজারের সবচেয়ে খারাপ স্টেরিওটাইপগুলিকে উত্তেজিত করার জন্য গণনা করা হয়েছিল। এটা খুবই সম্ভব যে, ক্ষয়িষ্ণু আরব পুরুষ এবং অর্থের দ্বারা দরিদ্র ভারতীয় মুসলিম নারীদের উপর নির্যাতনের এই বাণিজ্যিক এবং জনপ্রিয় চিত্রগুলি শাহ বানো নামে একজন মুসলিম মহিলাকে ঘিরে বিখ্যাত আইনি বিতর্কের পিছনে রয়েছে, যিনি তার স্বামীর তালাক এবং পরিত্যাগের পর মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (অনেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষায়িত আইন সংস্থার একটি উপসেট) অনুসারে সমর্থনের জন্য মামলা করেছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য পারিবারিক ও নাগরিক জীবনের দিকগুলি) (দাস ১৯৯০)।

স্বাধীনতার পর ভারতের সবচেয়ে প্রকাশিত আইনি নাটকগুলির মধ্যে একটি ছিল শাহ বানো মামলা, রাষ্ট্রকে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের, নারীবাদীদের একে অপরের বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষদের

বিরুদ্ধে ঐতিহ্যবাদীদের। এটি নারী এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থের মধ্যে গভীর এবং ক্ষতিকারক বিরোধের সৃষ্টি করে (যেহেতু শাহ বানোর আবেদন তার নিজস্ব সম্প্রদায়ের প্রথাগত পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে ছিল)। এই মামলাটি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর শাসনামলের স্থিতিশীলতাকে নাড়া দেওয়ার প্রতিটি লক্ষণ দেখিয়েছিল, যিনি ধর্মনিরপেক্ষতার নেহরুবাদী ঐতিহ্য এবং সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সমান আচরণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তৎকালীন উদীয়মান বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দু ডানপন্থীরা শাহ বানো মামলাকে নির্মমভাবে কাজে লাগায়, নিজেদেরকে নির্যাতিত মুসলিম নারী এবং সাধারণভাবে নারী অধিকারের প্রকৃত সমর্থক হিসেবে উপস্থাপন করে, একই সাথে মামলার জনস্বার্থকে ব্যবহার করে নারীদের উপর মুসলিম সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা এবং মুসলিম পুরুষদের সাধারণ যৌন অনৈতিকতা এবং দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে জঘন্য বার্তা প্রচার করে। মামলাটি অবশেষে একাধিক আইনি ও রাজনৈতিক আপসের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছিল, কিন্তু এটি ধর্মনিরপেক্ষতার সুবিধা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে একটি বড় সন্দেহ তৈরি করেছিল এবং এই অদ্বুত ধারণার জন্য কিছু ভিত্তি তৈরি করেছিল যে হিন্দু ডানপন্থীরা অন্য যে কোনও ব্যক্তির চেয়ে মুসলিম নারী অধিকারের আরও দায়িত্বশীল রক্ষক। এটি একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) এর আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে একটি বিতর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যা এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত, যা বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল এবং প্রগতিশীল মহিলা গোষ্ঠী দ্বারা সমস্যায়ুক্ত হিসাবে দেখা হয় তবে সক্রিয়ভাবে এটিকে সমর্থন করে হিন্দু ডানপন্থীরা, যার জন্য এটি সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনকে হিন্দীকরণের একটি প্রধান বাহন।

শাহ বানোর মামলাটি ইঙ্গিত দেয় যে ভারতের মতো জটিল বহুধর্মীয় গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের চারপাশের সমস্যাগুলি কীভাবে লিঙ্গ, সমতা, বৈধতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমানা এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সম্পর্কে মৌলিক বিতর্কের আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। এখানে মূল কথা হল, অল্প সংখ্যক মানুষ বড় সমস্যাগুলিকে অস্থির করে তুলতে পারে, বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে, যেখানে সংখ্যালঘুদের অধিকার রাষ্ট্রের ভূমিকা, ধর্মের সীমা এবং নাগরিক অধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে বৃহত্তর বিতর্কের সাথে সরাসরি যুক্ত, বৈধ সাংস্কৃতিক পার্থক্যের বিষয় হিসাবে। খুব ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, তফসিলি জাতিগুলির প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ সম্পর্কিত ভারতের দীর্ঘ পদক্ষেপ এবং মামলা-মোকদ্দমার ইতিহাস, ১৯৮০ সালের মন্ডল কমিশনের প্রতিবেদনের উপর জাতীয় উত্থান তৈরি করেছিল, যা ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে বিবেচিত বর্ণগুলির জন্য চাকরি সংরক্ষণের নীতিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিল। হিন্দু দক্ষিণপন্থীরা মন্ডল রিপোর্টের ইঙ্গিত অনুযায়ী নিম্নবর্ণের উত্থানের উত্তেজনা বুঝতে পেরেছিল এবং হিন্দু উচ্চবর্ণের ক্রোধের সুযোগ নেওয়ার প্রচেষ্টায় সক্রিয় ছিল, যারা তাদের দরিদ্র সহ-হিন্দুদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নিজেদেরকে নতুন করে হুমকির মুখে ফেলেছিল। অনেক পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৮০-এর দশক জুড়ে হিন্দু দক্ষিণপন্থীরা মন্ডলের বিরুদ্ধে মসজিদের (মসজিদের) রাজনীতিকে (নিম্নবর্ণের জন্য সংরক্ষিত চাকরির জন্য আন্তঃহিন্দু লড়াই) সংগঠিত করেছিল। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে মন্ডল

রিপোর্টের দ্বারা প্রকাশিত বর্ণগত লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ হিন্দু বর্ণগত ফ্রন্ট তৈরির প্রচেষ্টা মুসলিম সংখ্যালঘুদের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে নিখুঁত "অন্য"। সংখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার রাজনীতির একজন বিশিষ্ট ছাত্রী অমৃতা বসু পর্যবেক্ষণ করেছেন যে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারণাটি আসলে উচ্চ বর্ণের, জমিদার হিন্দু বর্ণের সংখ্যালঘুদের লুকিয়ে রাখে, যাদের তাদের নিজস্ব এলাকায় মুসলমানদের চেয়ে নিম্ন বর্ণের উত্থান থেকে অনেক বেশি ভয় পাওয়ার আছে (বসু ১৯৯৪)। যখন আমরা এই উদ্বোধনকে ভারতজুড়ে জনসাধারণের রাজনীতিতে নিম্ন বর্ণের সাধারণ রাজনীতিকরণ এবং গণসংহতির বিরুদ্ধে রাখি, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে গত অর্ধ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক ভূখণ্ডে একক বৃহত্তম রূপান্তর (জাফরেলট ২০০৩), তখন আমরা দেখতে পাই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা সংখ্যালঘুদের ভয় আরও বেশি প্রভাবিত হয়, যারা আসলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের সাংস্কৃতিক কল্পকাহিনী থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়।

সমসাময়িক ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটি দ্বৈত কল্পকাহিনী, প্রথমত, ঔপনিবেশিক জাতিগত গোষ্ঠী এবং আদমশুমারির শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করা ছাড়া সমসাময়িক রাজনীতিতে "হিন্দু" শ্রেণীটি অকল্পনীয় এবং দ্বিতীয়ত, কৃষিপ্রধান ভারতে জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য, উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে গভীর বিভাজন, গত দুই দশকে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাটলগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্পষ্টতই একটি প্রকল্প, বাস্তবতা নয়, এবং সমস্ত বর্ণবাদী শ্রেণী এবং সমস্ত শিকারী পরিচয়ের মতো, সংকটের আলোচনা এবং সহিংসতার অনুশীলনের মাধ্যমে এর জন্য একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব, যেমন মুসলমানরা, এই সংকট এবং অনুশীলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, তবে সম্পর্কটি সহজ বৈপরীত্য এবং স্টেরিওটাইপের নয়, যেমনটি আমি আগে প্রস্তাব করেছি।

হিন্দু বর্ণ রাজনীতি এবং হিন্দু ডানপন্থীদের মুসলিম-বিরোধী প্রচারণার মধ্যে সম্পর্ক, বিশেষ করে ১৯৮০-এর দশক থেকে, ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় নির্বাচনী রাজনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের সাথেও জড়িত, যা ভোট ব্যাংকের আলোচনায় ধরা পড়ে। ভারতীয় নির্বাচনগুলি প্রায়শই দেখা যায়, বিশেষ করে গ্রামীণ, স্থানীয় পর্যায়ে, একটি নির্দিষ্ট বর্ণ বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভোট দখল করার জন্য এই বা সেই দল বা প্রার্থীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যা তাদের অভিজাতদের মাধ্যমে কেনা হয় এবং একটি ভোট ব্যাংক গঠন করে। একটি অভিজাত-কার্যকরী, সমষ্টিগত ভোট এবং দুর্নীতির মাধ্যমে কেনা ভোটের সংযোগগুলিকে একত্রিত করে, ভোট ব্যাংকের চিত্র, যা সমস্ত ভারতীয় রাজনীতিবিদ একে অপরের বিরুদ্ধে অবাধে ব্যবহার করেন, জনগণনা এবং সম্প্রদায় এবং ভোটারদের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ধারণার মধ্যে সংযোগের গভীর ইতিহাসকে ধারণ করে, যা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে স্থানীয় নির্বাচনে হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী এলাকায় কুখ্যাতভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই তালিকাভুক্ত সম্প্রদায়গুলি (কবিরাজ ১৯৭২) ভারতে উদারপন্থী চিন্তাভাবনার জন্য একটি বড় দুঃস্বপ্ন হিসাবে রয়ে গেছে, কারণ তারা গণরাজনীতি এবং এর বিশেষ দুর্নীতি

এবং আধুনিকীকরণ গণতন্ত্রে আত্মীয়তা এবং আত্মীয়তার নেতিবাচক টানাপোড়েন উভয়ের উদারপন্থী ঘৃণাকে ধরে ফেলে। আজ, স্বাধীন তৃণমূল আন্দোলনগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তি, যারা রাজনীতিবিদদের দ্বারা পাইকারি কারসাজির বিরুদ্ধে লড়াই করে, সেইসাথে রাজনীতিবিদরা প্রায়শই জোট এবং অনুষ্ণ তৈরি এবং ভেঙে ফেলার যে নিন্দাবাদের সাথে লড়াই করে, তার ফলে ভোট ব্যাংকের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবুও, হিন্দু দক্ষিণপন্থীরা কখনও মুসলিম ভোট ব্যাংকের ভয় উত্থাপনের সুযোগ হাতছাড়া করেনি, প্রায়শই তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, বর্তমানে বিজয়ী কংগ্রেস পার্টিকে সর্বগ্রাসী বলে অভিযুক্ত করে।

স্থানীয় নির্বাচনে এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে, রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচনে মুসলিম ভোটব্যাংক দখলের প্রচেষ্টায় মুসলিমদের প্রতি তীব্র নিন্দা। ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির আশ্চর্যজনক পরাজয় দেখিয়েছে যে এই বিশেষ ভণ্ডামি মূলত গ্রামীণ ভারতীয় ভোটারদের আনুগত্য কিনতে যথেষ্ট ছিল না।

এই বিষয়টি আমাদের ভারতে সংখ্যালঘুদের ভয়ের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে, যার বিস্তৃত প্রভাব রয়েছে। হিন্দু দক্ষিণপন্থীরা, বিশেষ করে তাদের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে, কংগ্রেসকে (ঐতিহাসিকভাবে নেহরুবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ এবং সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলিমদের সক্রিয় সহনশীলতার সাথে যুক্ত দল) রাষ্ট্রের উপর মুসলিমদের দাবি, অভিযোগ এবং দাবির সাথে আচরণে তোষণের অভিযোগ করে আসছে। তোষণের আলোচনাটি আকর্ষণীয়, কারণ এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার অনুভূতি এবং রাজনীতির অবিভক্ত জাতিগত গোষ্ঠীর সাথে অসম্পূর্ণ পরিচয়ের হতাশার মধ্যে আমি আগে আলোচনা করেছি এমন স্থলনের সাথে গভীরভাবে জড়িত। যখন হিন্দু ডানপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষ দল এবং আন্দোলনগুলিকে মুসলিমদের "তুষ্টি" করার অভিযোগে প্ররোচিত করে, তখন এটি ধর্মনিরপেক্ষদের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট সুযোগবাদ এবং কাপুরুষতা উভয়কেই বোঝায় এবং একই সাথে (নাংসি এবং মিউনিখের মতো) পিচ্ছিল ঢালের একটি চিত্র তৈরি করে যা মুসলিম সম্প্রদায়ের এই বা সেই স্থানীয় দাবির কাছে নতি স্বীকার করার ভয় থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সাথে সামরিকীকরণকৃত, বর্তমানে পারমাণবিক যুদ্ধে পাইকারিভাবে আত্মসমর্পণের দিকে পরিচালিত করে, যা ভারতে সমস্ত জঙ্গি হিন্দু প্রচারের বৃহৎ পরিসরের পটভূমি। তুষ্টির বক্তৃতা হল জাতীয় সীমানার মধ্যে ক্ষুদ্র-উত্তর দাবি এবং সীমান্তের ওপারে শত্রু রাষ্ট্রগুলির সাথে সংগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র, এই ক্ষেত্রে পাকিস্তান।

সুতরাং, তুষ্টি আরেকটি বিতর্কিত কৌশল যা ভারতীয় মুসলমানদের অল্প সংখ্যককে পাকিস্তান এবং তার বাইরেও বিশ্ব ইসলামের জঙ্গী জনগোষ্ঠীর হুমকিতে ফুলে ও গর্ভবতী হতে দেয়। ৯/১১ হামলার পরের সময়কালে, যেমনটি আমি এই অধ্যায়ে উপরে যুক্তি দিয়েছি, ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বিশ্বব্যাপী আহ্বানের মাধ্যমে এই সংযোগগুলি পুনরুজ্জীবিত এবং পুনর্কল্পিত হয়েছিল। উপসংহারে, আমি এখন ফিরে আসি ১৯৭০-এর দশকে

শ্রীলঙ্কায় তামিল এবং সিংহলীদের মধ্যে সংগ্রামে জন্ম নেওয়া আত্মঘাতী বোমারু ব্যক্তির চিত্রের দিকে এবং সংখ্যা, সংখ্যালঘু এবং সন্ত্রাসের সাথে এই একাকী ব্যক্তির সম্পর্কের দিকে।

ছোট সংখ্যা কতটা ছোট? সংখ্যালঘু, প্রবাসী এবং সন্ত্রাস:

ইস্রায়েল, শ্রীলঙ্কা, নিউ ইয়র্ক, ইরাক বা লন্ডনে আত্মঘাতী বোমারু ব্যক্তিস্বের উপর স্থাপিত স্বাধীনতা মূল্যের সবচেয়ে অন্ধকারতম সংস্করণ, সংখ্যা "এক"। আজকের আত্মঘাতী বোমারু সন্ত্রাসীর আদর্শ ধারণা, কারণ এই চিত্রে বেশ কয়েকটি দুঃস্বপ্ন সংকুচিত হয়েছে। সে, প্রথমত, শরীর এবং সন্ত্রাসের অস্ত্রের মধ্যে সীমানা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। শরীরে বোমা বেঁধে অথবা অন্যভাবে বিস্ফোরক লুকিয়ে, আত্মঘাতী বোমারু হলো একটি বিস্ফোরক দেহ যা তার নিজস্ব রক্তাক্ত টুকরোগুলো বিতরণ করার এবং বেসামরিক জনগোষ্ঠীর রক্তাক্ত অংশের সাথে মিশ্রিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়, যাদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে এটি কাজ করে। এইভাবে, আত্মঘাতী বোমারু কেবল সনাক্তকরণ এড়ায় না, বরং শত্রুদের মধ্যে রক্ত এবং শরীরের একটি ভয়ঙ্কর মিশ্রণও তৈরি করে, যার ফলে কেবল ...ই নয় জাতির মাটি কিন্তু নিহতদের দেহ, শহীদের রক্তে তাদের সংক্রামিত করে। দ্বিতীয়ত, আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী হল শহীদের ধারণার একটি বিদ্রোহী সংস্করণ, যা খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলামে অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ একজন নিষ্ক্রিয় শহীদ হওয়ার পরিবর্তে, তিনি একজন সক্রিয়, বিপ্লবক, বিস্ফোরক শহীদ, একজন খুনি শহীদ। তৃতীয়ত, দ্য মাঞ্চুরিয়ান ক্যান্ডিডেটে রেন ওয়াশ করা এজেন্টের মতো আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীকে সর্বদাই বিশ্বাস, পরমানন্দ এবং উদ্দেশ্যের কিছু অলৌকিক অবস্থায় চিত্রিত করা হয়, যা প্রায়শই আত্মঘাতী হামলার প্রাক্কালে বিচ্ছিন্নতা, মতবাদ এবং মাদক-প্ররোচিত হ্যালুসিনেশনের মতো আধা-ধর্মীয় কৌশলের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এই চিত্রটি তার স্বার্থে কাজ করা উদারপন্থী ব্যক্তির একেবারে বিপরীত, কারণ স্বেচ্ছায় বিস্ফোরিত দেহের ধারণাটি যুক্তিসঙ্গত পছন্দের বেশিরভাগ মডেলের সাথে সহজেই খাপ খায় না। চতুর্থত, একজন অটোমেটন হিসেবে কল্পনা করা, আত্মঘাতী বোমারু, যদিও ব্যক্তি, "এক নম্বর"-এর একটি ভয়ঙ্কর উদাহরণ, বাস্তবে সর্বদা উন্নত জনতা বা জনতার উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়, প্রচারণা এবং অযৌক্তিক বিশ্বাসের শিকার, জনসাধারণের নির্বোধ নিয়ন্ত্রণ এবং জনতার বিপ্লবক অনির্দেশ্যতার একটি নিখুঁত উদাহরণ।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে, আত্মঘাতী বোমারু হল সন্ত্রাসীর বিশুদ্ধ এবং সবচেয়ে বিমূর্ত রূপ। এই অর্থে, আত্মঘাতী বোমারু সন্ত্রাসকে ঘিরে কিছু কেন্দ্রীয় ভয়কেও ধারণ করে। একজন ব্যক্তিস্ব হিসেবে যাকে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে আক্রমণের জায়গার কাছাকাছি যেতে হয়, আত্মঘাতী বোমারু অনিশ্চয়তার সমস্যাটিকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায় যা আমি আগে আলোচনা করেছি। ইসরায়েলে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায়, একজন আত্মঘাতী বোমারু নিজেকে একজন রাব্বির ছদ্মবেশে ফেলে, এইভাবে ইসরায়েলি ইহুদি

সমাজের দৃশ্যমান নৈতিক শৃঙ্খলার হৃদয়কে বিপর্যস্ত করে দেয়। একইভাবে, আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী বেসামরিক জীবনের ক্ষেত্রগুলিতে বিকশিত হয়, যার ফলে স্থায়ী জরুরি অবস্থা তৈরি হয় যা বিশ্বায়িত সন্ত্রাসবাদের যুগে বেসামরিক নাগরিক এবং নাগরিক জীবনের সমস্যার জন্য একটি নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। এটি আমাদেরকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের নেটওয়ার্কের যুগে ক্ষুদ্র সংখ্যার সমস্যার চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে, যেমন 9/11 এর পরে জনচেতনার সম্পূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

ক্ষুদ্র সংখ্যা এবং বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক:

9/11 এর ঘটনাগুলি এখন আমাদের পিছনে যথেষ্ট যে আমরা সেই ঘটনার থেকে উদ্ধৃত বিদেশী-ভীতি, আবেগপ্রবণতা এবং ধাক্কার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করতে পারি, যা এখন ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অন্ধকার কাচের মাধ্যমে দেখা যায়। ওসামা বিন লাদেন প্রায় নিশ্চিতভাবেই বেঁচে আছেন, তালেবানরা আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে পুনরায় সংগঠিত হচ্ছে, বিভিন্ন যুদ্ধবাজরা আফগানিস্তানকে বিদেশী অর্থ, অস্ত্র এবং সৈন্যদের উপর গভীর নির্ভরশীলতার মধ্যে রেখেছে এবং ইরাকে আমেরিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি ভয়াবহ বিদ্রোহ চলছে। প্রথমে হতবাক এবং বিস্ময়ে নিমজ্জিত ইরাকিরা আমেরিকানদেরকে সাদাম হোসেনের মতোই ঘৃণা করে বলে মনে হয়, এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রগুলি গণনির্মাণের অস্ত্রের জন্য আলিবিস বলে মনে হয়, মূলত বেকটেল এবং হ্যালিবার্টনের হাতে। আফগানিস্তান এবং ইরাক উভয় ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে ইরাকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নতুন রাজনৈতিক রূপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছে, যাকে "দীর্ঘ-দূরত্বের গণতন্ত্র" বলা যেতে পারে, সাম্রাজ্যবাদী ফেডারেলিজমের একটি অদ্বুত রূপ, যেখানে ইরাককে কেবল আরেকটি আমেরিকান রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা ন্যাশনাল গার্ডের এখতিয়ারে পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন একটি বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য ওয়াশিংটন থেকে অন্যান্য ফেডারেল বাহিনী (এই ক্ষেত্রে সাদামের শাসনের শিরশ্ছেদের ফলে সৃষ্ট)।

ইরাকে সংখ্যা, সংখ্যালঘু এবং সন্ত্রাসের সমস্যা জীবন্ত এবং ভালভাবে চলছে, সেই সাথে শিয়া, কুর্দি এবং অন্যান্য বৃহৎ সংখ্যালঘুদের বিশৃঙ্খল মেগাপলিটিক্স থেকে একটি ইরাকি "জনগণ" তৈরি করা যেতে পারে কিনা এই প্রশ্নেরও। একদিকে, ইরাকের মার্কিন প্রশাসন সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্তিকর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, যেমন শিয়া, যারা সংখ্যাগত দিক থেকে খুব বড় এবং ইরানের শাসক শাসনের সাথে সুসংযুক্ত, অথবা কুর্দি, যারা ইরান, ইরাক এবং তুরস্কের সীমানা জুড়ে বিস্তৃত এবং একটি বিশাল সংখ্যালঘু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করে, রাতারাতি একটি ইরাকি সংবিধান তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞদের দল নিয়ে ছুটে আসে (যেমন তারা আফগানিস্তানে করেছিল), তখন বৃহৎ সংখ্যালঘুদের সাথে একটি গভীর ধারণাগত অচলাবস্থা তৈরি হয়, বেশিরভাগ ইরাকির মধ্যে জোর দেওয়া হয় যে নতুন রাজনীতি "ইসলামিক" হতে হবে, এবং এই অনুভূতি যে একটি প্রকৃত গণতন্ত্র ইসলামিক হতে পারে না, সবচেয়ে পাতলা অর্থে ছাড়া। ইরাকে নাজাফ ও

ফালুজার মতো স্থানে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ছায়ায় সংবিধান-সমর্থন, নির্বাচন, গণতন্ত্র এবং প্রতিনিধিত্বের মতো মৌলিক ধারণাগুলির প্রকৃতি নিয়ে লড়াই চলছে।

চলমান ইরাক পরাজয় সম্পর্কে দুটি বিষয় অল্প সংখ্যক লোকের সমস্যা এবং সংখ্যালঘুদের ভয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক। একটি হল, সত্যিকার অর্থে খুন্সী বাহিনী, যা সম্ভবত অনেক ইরাকির দ্বারা ভীত এবং ঘৃণিত, তার ক্যারিয়ার শেষ করার পরেও, মার্কিন সামরিক বাহিনী এখনও অল্প সংখ্যক লোকের ভয়ে, মিলিশিয়া, বেসামরিক লোক এবং অন্যান্যদের ভয়ে আচ্ছন্ন যারা মার্কিন বাহিনীর উপর গোপনে আক্রমণ চালায় এবং কখনও কখনও আত্মঘাতী ব্লুঁকি নেয় - ক্ষতি করতে এবং মার্কিন সৈন্যদের হত্যা করতে। বেসামরিক জনসংখ্যার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিহিত, এই "সন্ত্রাসবাদীদের" খুঁজে বের করা মার্কিন বাহিনীর জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর একটি দুঃস্বপ্নের কাজ যারা একজন দুষ্ট ব্যক্তি - সাদ্দাম হোসেন - ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার পরে সম্পূর্ণ ইরাকি আত্মসমর্পণের উপর নির্ভর করেছিল। এইভাবে, ইরাকে দখলদার শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই আশঙ্কার মুখোমুখি যে, যারা অল্প সংখ্যক সৈন্যকে নির্যাতন ও হত্যা করে চলেছে, তারা ইরাকি জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি, যাদের মূলত আমেরিকানদের মুক্তিদাতা হিসেবে স্বাগত জানানো এবং স্বৈরশাসকের মৃতদেহের নীচে একটি নাগরিক সমাজের দৃশ্যপট উন্মোচন করার জন্য লেখা হয়েছিল।

ইরাক বৃহৎ জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের থেকে একটি জাতীয় জনগণ তৈরির আরও বিমূর্ত চ্যালেঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করে। ইরাক এবং আফগানিস্তান উভয় ক্ষেত্রেই, দীর্ঘ দূরত্বের গণতন্ত্র গড়ে তোলার প্রকল্প শুরু করার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে একটি পাথর এবং কঠিন অবস্থানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল: হয় তাদের এই দেশগুলিকে নিজেদেরকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে দিতে হবে, এইভাবে স্বীকার করতে হবে যে জনগণ তৈরির একমাত্র উপায় হল জাতির সংজ্ঞার কেন্দ্রবিন্দুতে তারা যে ধর্মকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় তা স্থাপন করা, অথবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘুদের জোট গঠনের উপায় খুঁজে বের করতে হবে, এইভাবে স্বীকার করতে হবে যে ইরাক এবং ইরাকের মতো অনেক জায়গায় নাগরিক সমাজ দীর্ঘ সময়ের জন্য গড়ে তুলতে হবে এবং সংখ্যালঘুদের সাথেই কাজ করতে হবে। কিন্তু এগুলো হলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যাদের বৈশ্বিক সংযোগ এবং তাদের সাথে যুক্ত বিশাল জনসংখ্যা। এই কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে গিয়ে, শেষ হতে না পারা যুদ্ধ শুরু করার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংখ্যালঘু অনিশ্চয়তা, সন্ত্রাস এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যাগুলির সাথে জড়িত হতে হচ্ছে যা বিশ্বায়নের যুগে অনেক সমাজকে জর্জরিত করে।

tion। এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে কিছু ইরাকি ইতিমধ্যেই আরও নৃশংস জাতিগত নির্মূলের প্রস্তুতি হিসেবে জাতিগত শুষ্ক-পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে। যদি সেই পরিস্থিতি ঘটে, তাহলে আমাদের আগের চেয়েও বেশি করে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে ফোভের উদ্বেককারী ক্ষুদ্র সংখ্যক গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব দূর

করার জন্য নতুন উপায় খুঁজে বের করতে হবে, যাদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লেনিন "গুরুতর রাজনীতি" বলে মনে করতেন তার সূচনা হিসেবে।

বিশ্বায়ন, সংখ্যা, পার্থক্য:

আমি এখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছি: একটি হল ক্ষুদ্র পার্থক্যের বিষয় এবং অন্যটি হল বিশ্বায়ন এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্রোধের মধ্যে বিশেষ যোগসূত্র। আমার মতে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কহীন নয়। মাইকেল ইগনাটিফ (১৯৯৮) সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট বিশ্লেষক যিনি ১৯৯০-এর দশকের জাতিগত লড়াই, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে, আমাদের ধারণাকে আরও গভীর করার জন্য ক্রয়েডের "ক্ষুদ্র পার্থক্যের নার্সিসিজম" শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। সেই অঞ্চল সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞানের দ্বারা বেশিরভাগই অবহিত, ইগনাটিফ নার্সিসিজমের মনোগতিবিদ্যা সম্পর্কে ক্রয়েডের অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করে সার্ব এবং ক্রয়েটদের মতো গোষ্ঠীগুলি কেন পারস্পরিক ঘৃণায় এত বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয় তা আলোকপাত করেন, কারণ বহু শতাব্দী ধরে তাদের ইতিহাস, ভাষা এবং পরিচয়ের জটিল আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। এটি একটি ফলপ্রসূ পর্যবেক্ষণ যা এখানে বিকশিত কিছু যুক্তির উল্লেখ করে প্রসারিত এবং গভীর করা যেতে পারে।

বিশেষ করে, আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মর্যাদা এবং সম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ জাতীয় জাতিগত বিশুদ্ধতার মধ্যে ছোট ব্যবধানই লক্ষ্যবস্তু জাতিগত অন্যান্যদের বিরুদ্ধে চরম ক্রোধের উৎস হতে পারে। এই পরামর্শ - যা আমি আগে অসম্পূর্ণতার উদ্বিগ্ন হিসাবে আড়াল করেছিলাম - আমাদের জটিল, বৃহৎ আকারের, জনসাধারণের সহিংসতার রূপগুলিতে ক্রয়েডের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করার জন্য আরও ভিত্তি দেয়, কারণ এটি আমাদের দেখতে দেয় যে কীভাবে গোষ্ঠী পরিচয় সম্পর্কে জনসাধারণের মতাদর্শের স্তরে নার্সিসিস্টিক ক্ষতগুলি বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং আমি যাকে "শিকারী পরিচয়" বলেছি তার গঠনের জন্য উস্কানিতে পরিণত হতে পারে। এখানে মূল বিষয় হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ পারস্পরিক সম্পর্ক। আদমশুমারি কৌশল এবং উদার পদ্ধতিগত পদ্ধতি দ্বারা সৃষ্ট বিমূর্ততা হিসাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের সর্বদা এই ধারণা তৈরি করতে পরিচালিত করা যেতে পারে যে তারা (সাংস্কৃতিক বা সংখ্যাগতভাবে) সংখ্যালঘু হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এবং ভয় পেতে পারে যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলি, বিপরীতভাবে, সহজেই প্রধান হয়ে উঠতে পারে (নিষ্ঠুর স্বরিত পুনরুৎপাদন বা সূক্ষ্ম আইনি বা রাজনৈতিক উপায়ের মাধ্যমে)। এই সংযুক্ত ভয়গুলি এই শ্রেণীগুলির অভ্যন্তরীণ পারস্পরিকতার একটি অদ্ভুত আধুনিক পণ্য, যা এই ভয়ের জন্যও শর্ত তৈরি করে যে তারা একে অপরের মধ্যে রূপান্তরিত হতে পারে।

এবং এখানেই বিশ্বায়ন আসে। বিভিন্ন উপায়ে, বিশ্বায়ন এই অস্থির রূপ ধারণের সম্ভাবনাকে তীব্র করে তোলে, যার ফলে সমস্ত গোষ্ঠী পরিচয় যে স্বাভাবিকতা খুঁজছে এবং ধরে নিয়েছে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীরই অস্বাভাবিক সখ্যতার দ্বারা চিরতরে হুমকির সম্মুখীন হয়। জাতীয় সীমানা পেরিয়ে এবং এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী অভিবাসন মাটি এবং ভূখণ্ডের মতাদর্শের সাথে ব্যক্তিদের সংযুক্ত করে এমন আঠাকে ক্রমাগত অস্থির করে তোলে। গণ-মধ্যস্থতা, কখনও কখনও পণ্যায়িত, নিজের এবং অন্যান্য চিত্রের বিশ্বব্যাপী প্রবাহ সংকরতার একটি ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণাগার তৈরি করে যা বৃহৎ-স্কেল পরিচয়ের প্রাপ্তে কঠিন রেখাগুলিকে অস্থির করে তোলে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি প্রায়শই সেই বিভাগগুলির প্রকৃতিকে বিকৃত এবং পরিবর্তন করে যার মাধ্যমে তারা তাদের আদমশুমারি এবং পরিসংখ্যানগত উপায় পরিচালনা করে যার মাধ্যমে তারা এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে জনসংখ্যা গণনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড থেকে উপাদানগুলি নিয়ে সংবিধান-সমর্থনের অস্থায়ী মতাদর্শের বিশ্বব্যাপী বিস্তার, জাতিগততা, সংখ্যালঘু এবং নির্বাচনী বৈধতা সম্পর্কে নতুন বিশ্বায়িত বিতর্কে উস্কে দেয়, যেমনটি আমরা আজ ইরাকে দেখতে পাই। অবশেষে, বহুবিধ, দ্রুত এবং মূলত অদৃশ্য উপায়ে বৃহৎ আকারের তহবিল সরকারী আন্তঃরাজ্য চ্যানেল, আধা-আইনগত বাণিজ্যিক চ্যানেল এবং আল-কায়েদার মতো নেটওয়ার্কগুলির সাথে সংযুক্ত সম্পূর্ণ অবৈধ চ্যানেলগুলির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়, অর্থ পাচার, ইলেকট্রনিক স্থানান্তর এবং আন্তঃসীমান্ত অ্যাকাউন্টিং এবং আইনের নতুন রূপের জন্য বিশ্বায়িত প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যা সমস্তই অর্থ মূলধনের সেই রূপ গঠন করে যা কার্যত বিশ্বায়নের যুগকে সংজ্ঞায়িত করে। জাতীয় সীমানা পেরিয়ে অর্থের এই দ্রুত, প্রায়শই অদৃশ্য এবং ঘন ঘন অবৈধ চলাচলকে ব্যাপকভাবে এবং সঠিকভাবে, আজকের সংখ্যালঘুদের আগামীকালের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার উপায় তৈরি হিসাবে দেখা হয়। এই প্রতিটি কারণই এই বই জুড়ে বিশদ বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু সামাজিক অনিশ্চয়তার তীব্রতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে - এবং এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্বিগ্ন থেকে পূর্ণ-স্কেল পূর্বাভাস, এমনকি গণহত্যার সীমা অতিক্রম করার জন্য পরিস্থিতি তৈরি করে।

সুতরাং, ছোট সংখ্যার ভয় বিশ্বায়নের শক্তি দ্বারা উদার সামাজিক তত্ত্ব এবং এর প্ররোচনার জন্য সৃষ্ট উত্তেজনার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। বিশ্বায়নের বিশ্বে সংখ্যালঘুরা জাতীয় বিশুদ্ধতার অসম্পূর্ণতার একটি ধ্রুবক স্মারক। এবং যখন কোনও নির্দিষ্ট জাতীয় রাজনীতির মধ্যে পরিস্থিতি - বিশেষ করে সামাজিক অনিশ্চয়তার চারপাশের পরিস্থিতি - এই অসম্পূর্ণতাকে একটি অস্থির ঘটতি হিসাবে একত্রিত করার জন্য উপযুক্ত হয়, তখন গণহত্যার ক্রোধ তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে সেইসব উদারনীতিবাদী রাজনীতিতে যেখানে সংখ্যালঘুর ধারণাটি, কোনওভাবে, একটি ভাগ করা রাজনৈতিক মূল্য হয়ে উঠেছে যা বৃহৎ এবং ছোট সকল সংখ্যাকে প্রভাবিত করে।